ঈশ্বরের কাছে কিছুই খুব কঠিন নয়

আদিপুস্তক ১৭.১৫-২৭ পদ

এর আগে ১৫ অধ্যায়ে আমরা অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বরকে চুক্তি করতে দেখেছি এবং ১৭ অধ্যায়ের প্রথম অংশে অব্রাহামকে সেই চুক্তি সম্বন্ধে আরও নিশ্চয়তা দিতে ঈশ্বর অব্রাহামের সঙ্গে সেই চুক্তির একটি চিহ্ন বা মুদ্রাঙ্ক দিয়েছেন। চুক্তির চিহ্ন বা মুদ্রাঙ্ক টি হল ত্বকচ্ছেদ। এই ত্বকচ্ছেদ হল সেই চুক্তিতে প্রবেশ বা যোগদানের চিহ্ন। ত্বকচ্ছেদ এই চুক্তির শর্ত বা যোগ্যতা নয়। কারণ পাপী মানুষ কখনও পবিত্র ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিতে অবতীর্ণ হবার শর্ত পূর্ণ করতে পারে না বা যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করে অব্রাহামের সঙ্গে চুক্তি সাধন করেছিলেন এবং সেই চুক্তির প্রতি নিশ্চয়তা দিতে ত্বকচ্ছেদ চিহ্ন অব্রাহাম ও তার বংশধরদের শরীরে দান করেছিলেন। জন্ম থেকেই যে আমরা প্রত্যেকে পাপী, তারই প্রতীক ত্বকচ্ছেদ। কারণ ত্বকচ্ছেদ চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ পায় যে, জন্ম থেকে আমরা যে জীবনের অধিকারী, তার মৃত্যু হওয়া প্রয়োজন ও ঈশ্বরের দ্বারা পবিত্রতার জীবনের সূচনার প্রয়োজন। আজ সেই একই সত্য প্রভু আমাদের কাছে বাপ্তিস্মের দ্বারা প্রকাশ করে থাকেন।

ত্বকচ্ছেদ চিহ্নের কথা শেষ করে ঈশ্বর অব্রাহামকে আরও বললেন,***"এখন থেকে তুমি তোমার স্ত্রীকে আর সারী বলে ডেকো না; কিন্তু তাকে সারা নামে ডেকো, যে নামের অর্থ 'রাণী', কারণ সে অনেক জাতির ও অনেক রাজার মা হবে"*** (১৫-১৬ পদ)। এর আগে যদিও ঈশ্বর পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেননি, তথাপি অব্রাহামের প্রতি পুত্র এবং বংশধরদের প্রতিজ্ঞা সারার প্রতিও একইভাবে প্রযোজ্য ছিল। ঈশ্বর যখন কোনও সন্তানের প্রতিজ্ঞা করেন, তখন সেই প্রতিজ্ঞা পিতা ও মাতা উভয়েরই প্রতিই করেন। কারণ, *ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তারা একাঙ্গ* (আদি ২.২৪)। কিন্তু মানুষ আমরা তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই, যেমন সারা তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বিকল্প মায়ের (হাগার) ব্যবস্থা করে সন্তানের প্রতিজ্ঞা পূরণে সারা ঈশ্বরকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। সারা ঠেকে শিখেছিল, সে কী ভুল করেছে। অবশেষে, প্রায় ১৩ বৎসর পর, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাদের ভুল ভাঙ্গ লেন। ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন, *"তুমি যেমন সেই প্রতিজ্ঞাত সন্তানের পিতা হবে, ঠিক তেমনই সারা সেই প্রতিজ্ঞাত সন্তানের মা হবে। তোমাদের চিন্তা ও যুক্তিতে তা অসম্ভব হলেও, আমি আমার অনুগ্রহ ও ক্ষমতায় তা পূর্ণ করব।"* মাংসের পক্ষে যদিও তা অসম্ভব, ঈশ্বরের আত্মার পক্ষে তা সম্ভব। তাই, পৌল এমন কথা বলেছেন, *"ঐ দাসীর পুত্র মাংস অনুসারে, কিন্তু স্বাধীনার পুত্র প্রতিজ্ঞার গুণে জন্মেছিল"* (গালাতীয় ৪.২৩)। আমাদের আত্মিক জন্মের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য, *"মাংস হইতে যাহা জাত, তাহা মাংসই; কিন্তু আত্মা হইতে যাহা জাত, তাহা আত্মাই"* (যোহন ৩.৬)।

কিন্তু ঈশ্বরের মুখ থেকে এই কথা শুনে, অব্রাহাম নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না! সারা মা হবে? যে সারার যথেষ্ঠ বয়স হয়েছে, যার স্ত্রীধর্ম পর্যন্ত শেষ হয়েছে (১৮.১১), সেই সারা মা হবে? যদিও মানুষের সমস্ত হিসাবে তা ছিল অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বর বলছেন সম্ভব। এবং অনেক বৎসর ধরে অব্রাহামে শিখেছে ও জানে যে, ঈশ্বরের কথা ফেলবার নয়; তিনি যা বলেন, অবশ্যই তা করেন। তাই, অব্রাহাম ১৭.৩ পদের ন্যায় আবার ঈশ্বরের সামনে উবুড় হয়ে, বিশ্বাসে ঈশ্বরের আরাধনা করল ও ঈশ্বরের এই কথা গ্রহণ করল। যদিও অব্রাহাম জানত না যে, ঈশ্বর কীভাবে সারার মাধ্যমে তাকে পুত্র-সন্তান দেবেন, তবুও সে ঈশ্বরের কথার প্রতি অবিশ্বাস করল না। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞার মহত্ত্বের কথা চিন্তা করে, মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্খার বিপরীত, মানুষ যা কখনও চিন্তা পর্যন্ত করতে পারে না, ঈশ্বর সেই প্রতিজ্ঞাই অব্রাহামের জীবনে পূর্ণ করতে চলেছেন, সেই কথা উপলব্ধি করে অব্রাহাম আনন্দে হাসিতে ফেটে পড়লেন। অব্রাহামের এই হাসি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি অবিশ্বাসের হাসি নয়; কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা (যার প্রতি অব্রাহাম সামান্যতম

অনুগ্রহ বার্তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

সন্দেহ করেনি) এবং স্বাভাবিক ঘটনাবলির মধ্যে এতখানি পার্থক্য দেখে, আব্রাহাম আনন্দে তার আবেগকে চেপে রাখতে পারেনি। বৃদ্ধা, মৃতকল্পা সারার পক্ষে সন্তানের মা হওয়া সত্যই অসম্ভব বা অস্বাভাবিক ঘটনা, যা কেবল ঈশ্বরই সাধন করতে পারেন। পাপী মানুষের সঙ্গে পবিত্র ঈশ্বরের চুক্তি যেমন অসম্ভব বা অস্বাভাবিক ঘটনা, সেই চুক্তিতে মানুষ যেমন নিজের ক্ষমতা বা যোগ্যতার দ্বারা প্রবেশ করতে পারে না; ঠিক তেমনই, সারার নিজের ক্ষমতায় বা যোগ্যতায় মা হওয়া অসম্ভব হলেও, ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে ও ক্ষমতায় সেই অসম্ভবকে সম্ভব করবেন। অব্রাহাম যেমন কেবল বিশ্বাস ও বাধ্যতায় সেই চুক্তিতে প্রবেশ করেছে, ঠিক তেমনই, সারার গর্ভে প্রতিজ্ঞাত সন্তানের জন্মকে অব্রাহাম বিশ্বাস করে আনন্দ পেয়েছে।

সারার গর্ভে সন্তানের জন্ম যেমন একটি অলৌকিক ঘটনা, জগতের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের পরিকল্পণাও একমহা অলৌকিক ঘটনা। তাই, যীশু খ্রীস্টের জন্ম, তাঁর দুঃখভোগ ও মৃত্যু, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান এবং যীশুর মাধ্যমে জগতের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রদর্শণ এক মহা অলৌকিক ঘটনা। মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্খাকে অতিক্রম করে পাপী মানুষের জীবনে এই পরিত্রাণ কার্য সাধিত হয়। এর দ্বারা ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রকাশ করেন যে, তিনি সর্বশক্তিমান।

পরবর্তীকালে, যখন সারার গর্ভে ইস্হাক জন্মগ্রহণ করেছিল, অব্রাহাম নিশ্চয়ই তাকে দেখে প্রায়ই হাসতেন। সেই হাসি কেবল বাবা হিসাবে হাসি ছিল না; কিন্তু সেই হাসি ছিল প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা, সুনজর এবং ক্ষমতার প্রতি অব্রাহামের বিস্ময়ের প্রকাশ। অব্রাহামের ন্যায় আমাদেরও যদি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থাকে, তাহলে আমাদের জীবনের প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা, করুণা ও মহান পরিকল্পণার কথা উপলব্ধি করে আমরাও আনন্দে হাসতে বাধ্য।

অব্রাহাম যখন উবুর হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করেছিলেন, তখন ইশ্মায়েলের কথাও অব্রাহামের মনে আসে। ইশ্মায়েলের জন্য অব্রাহাম চিন্তিত হল। কারণ, এই ১৩ বৎসর ধরে, অব্রাহাম যে কথা ভেবে আসছিল, তা যে কতখানি ভুল, তা অব্রাহাম এখন উপলব্ধি করেছে। অব্রাহাম আরও উপলব্ধি করল যে, সে ও তার স্ত্রী সারা অধৈর্য হয়ে কতখানি অবিশ্বাসীর ন্যায় কাজ করেছে। সেই অবিশ্বাসের অধৈর্য অব্রাহামকে বাধ্য করেছে স্ত্রীর কথা শুনে হাগারকে বিয়ে করতে। এবং সেই বিবাহের পরিণতি হিসাবেই ইশ্মায়েল জন্মগ্রহণ করেছে। তাই, অব্রাহামের মনে দুশ্চিন্তার যে কালো মেঘ ভিড় করেছে, তা হল, ইশ্মায়েল কি তার পিতার অবিশ্বাসের শাস্তি সারা জীবন বহন করে চলবে? তার ফলস্বরূপ, ইশ্মায়েল কি চিরকাল নিজেকে লুকিয়ে রাখবে? এই দুশ্চিন্তাই অব্রাহামকে ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করতে বাধ্য করল, *"ইশ্মায়েলই তোমার চোখে বেঁচে থাকুক"* (১৮ পদ)। নিজেদের অবিশ্বাসের অধৈর্য যদিও ইশ্মায়েলকে জন্ম দিয়েছে, পিতা হিসাবে তবুও অব্রাহাম চায়, ইশ্মায়েল যেন চিরকাল ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর করুণা লাভ করে।

ঈশ্বর অব্রাহামের প্রার্থনা শুনলেন, তিনি অব্রাহামের মনের পরিস্থিতিও উপলব্ধি করলেন। কিন্তু অব্রাহামের মনের কথা চিন্তা করে ঈশ্বর তাঁর নিজের পরিকল্পণার পরিবর্তণ করলেন না। পরিবর্তে, সারার গর্ভে প্রতিজ্ঞাত সন্তানের জন্মের কথা পুনরায় উল্লেখ করলেন, এবং সেই সন্তানের নাম ইস্হাক রাখতে অব্রাহামকে আদেশ করলেন। কিন্তু ইশ্মায়েলের জন্য অব্রাহামের প্রার্থনাও ঈশ্বর শুনলেন এবং ইশ্মায়েলের জন্য তাঁর পরিকল্পণার কথাও অব্রাহামকে জানালেন। ঈশ্বর ইশ্মায়েলকে তাঁর আশির্বাদ থেকে বঞ্চিত করবেন না। ঈশ্বর বললেন যে, ইশ্মায়েল থেকে ১২ জন রাজা উৎপন্ন হবে এবং তার বংশধরেরাও অনেক বৃদ্ধি পেয়ে এক বড় জাতিতে পরিণত হবে। অবশ্য, প্রতিজ্ঞার সন্তান হিসাবে ইস্হাক যে আশির্বাদের অধিকারী হবে, মাংসের সন্তান হিসাবে ইশ্মায়েল কখনও তার অধিকারী হতে পারবে না। ১৯ এবং ২১ পদে ঈশ্বর দুবার ইস্হাকের প্রতি তাঁর অশির্বাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে বলেছেন, *"ইস্হাকের সঙ্গে আমার নিয়ম স্থাপন করব।"* এ কথার অর্থ, ইস্হাকের বংশধর হয়ে পরিত্রাতা এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। ইশ্মায়েল ও ইস্হাক উভয়ের কেউই ঈশ্বরের সঙ্গে নিয়ম বা চুক্তির জন্য যোগ্য ছিল না। কিন্তু প্রতিজ্ঞার সন্তান হিসাবে ঈশ্বর দয়া করে চুক্তির আশির্বাদ ইস্হাককে দান করেন। এ জন্য ইশ্মায়েল ঈশ্বরকে অন্যায়

বা অবিচারের দোষ দিতে পারে না। কারণ, ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের সামনে ইশ্মায়েল বা আমরা কেউই তাঁর আশির্বাদ পাবার যোগ্য নই। যখন আমরা প্রত্যেকেই শাস্তি পাবার যোগ্য, তখন যদি তিনি কাউকে আশির্বাদ করেন, তা তাঁর করুণা বা মহত্বেরই প্রকাশ।

কথা শেষ করে ঈশ্বর যখন অব্রাহামকে ছেড়ে চলে গেলেন, ঈশ্বরের আজ্ঞা মেনে অব্রাহাম নিজে ও তার পরিবারে যত পুরুষ ছিল, তাদের ত্বকচ্ছেদ করল। ঈশ্বর নিজেকে *সর্বশক্তিমান ঈশ্বর* (১ পদ) বলে অব্রাহামের কাছে দর্শন দিয়েছিলেন; তিনি অব্রাহামকে আরও বলেছিলেন যে, মানুষের চিন্তায় অসম্ভব হলেও, তিনি যেমন তাঁর অনুগ্রহে অব্রাহামের সঙ্গে চুক্তি করেছেন; ঠিক তেমনই, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা অব্রাহামের প্রতি তাঁর সমস্ত প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর পূর্ণ করবেন। কিন্তু ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে কেবল একটি বিষয় আকাঙ্খা করেছিলেন, *"আমার সামনে গমনাগমন করে সিদ্ধ হও"* (১ পদ)। শিশুর ন্যায় বাধ্যতার দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের সামনে গমনাগমন করতে পারি। অব্রাহাম তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের সেই আজ্ঞা পালন করেছিল, *"সেই দিনে অব্রাহাম নিজের পুত্র ইশ্মায়েলকে ও নিজের ঘরে জন্মগ্রহণকারী ও মূল্য দিয়ে কেনা সমস্ত পুরুষকে নিয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাদের ত্বকচ্ছেদ করল"* (২৩, ২৭ পদ)। তখন অব্রাহামের বয়স ৯৯ বৎসর এবং ইশ্মায়েলের ১৩।

আমরা যখন এই সত্য উপলব্ধি করি যে, আমরা কেউই ঈশ্বরের আশির্বাদ পাবার যোগ্য ছিলাম না, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে আমাদের তাঁর সন্তান করেছেন;তখন আমরা যেন কখনও ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে নিজেদের ক্ষমতার গর্ব না করি। পরিবর্তে, তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করে তাঁর প্রতি অঙ্গীকারের জীবন-যাপন করি। ঈশ্বর যখন তাঁর সন্তান হিসাবে আমাদের জীবন-যাত্রায় তাঁর সন্তানের চিহ্ন বহন করতে বলেন, তখন আমাদের দায়িত্ব তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করা। এই বাধ্যতার দ্বারা আমরা তাঁর সন্তান হতে পারি না; কিন্তু যেহেতু তাঁর অনুগ্রহে আমরা তাঁর সন্তান হয়েছি, সেইহেতু তাঁর প্রতি বাধ্যতার জীবন-যাপন করি। এই সমস্ত চিহ্নের দ্বারা আমরা তাঁর সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য খুঁজে পাই। বিশ্বাসী হিসাবে আমরা খ্রীস্টের সঙ্গে আমাদের চুক্তিতে প্রবেশকে বাপ্তিস্মের দ্বারা (পুরাতন নিয়মে যা ছিল ত্বকচ্ছেদ) এবং সেই চুক্তিতে ক্রমশ অবস্থানকে প্রভুর ভোজের দ্বারা (পুরাতন নিয়মে যা ছিল নিস্তার পর্ব) চিহ্নিত করি। পরস্পরকে ভালোবাসার দ্বারাও আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে চিহ্নিত করতে পারি (১ যোহন ৩.১৮-২৪)। বাধ্যতার দ্বারাও আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে চিহ্নিত করতে পারি (যোহন ১৫.৫-১৫)। ত্বকচ্ছেদ যেমন চুক্তির শর্ত ছিল না বা চুক্তিতে প্রবেশে যোগ্যতা অর্জনের উপায়ও ছিল না, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেই চুক্তিতে প্রবেশে চিহ্ন ছিল; ঠিক তেমনই, আমরা সর্বদা স্মরণে রাখি যে, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বাধ্যতা বা অনুগত্যের জীবন কখনও পরিত্রাণ লাভের শর্ত নয়, কিন্তু নতুন চুক্তিতে অংশগ্রহণের চিহ্ন মাত্র। আমরা কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহেই পরিত্রাণ পেয়েছি, তাই আমরা বিশ্বাসে আমাদের জীবন যাপন করি।

প্রায় ১৩ বৎসর পর অব্রাহাম নিজের ভুল উপলব্ধি করেছিল। তাহলে কি অব্রাহামের জীবনে ঐ ১৩ বৎসরের কোন মূল্য নেই? অব্রাহামের জীবনে যা ঘটেছিল, তা আমাদের জীবনেও ঘটতে পারে। ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও সদয় তত্ত্বাবধানের কথা স্মরণে রেখে, আমরা আমাদের জীবনের কোন ঘটনাকেই কাকতালীয় ঘটনা বলতে পারি না। তিনি যখন আমাদের জীবনে সেই সমস্ত ঘটনা ঘটতে অনুমতি দেন, আমরা যেন সর্বদা স্মরণে রাখি যে, তিনি তাঁর গৌরবার্থে আমাদের ব্যবহার করতে সর্বদা অনুশীলনের সময় দিয়ে চলেছেন। অনুশীলনের মাঠে আমরা ভুল করতেই পারি, কিন্তু তাঁর অদৃশ্য হাত সর্বদা আমাদের উপযুক্ত সময়ে সংশোধনের সুযোগ করে দেয়। ধন্য আমাদের ঈশ্বর।